MAR. 17 2002

MAR. 18 2002

ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মহিলা মাদ্রাসায় ভয়াবহ আগুন ৭ শিশু-কিশোরী ছাত্রী জীবন্ত দগ্ধ

ডেমরার কাজলায় গভীর রাতে মর্মান্তিক দৃশ্য ❑ শিক্ষিকাসহ নিখোঁজ ১০ ❑ আহত ১৫০ ❑ নাশকতার অভিযোগ

কাগজ প্রতিবেদক : রাজধানীর ডেমরা এলাকায় গত শুক্রবার দিবাগত রাতে একটি মহিলা মাদ্রাসা ও এতিমখানায় অগ্নিকাণ্ডে ৪ শিশুসহ ৭ ছাত্রী জীবন্ত দগ্ধ হয়েছে। একজন শিক্ষিকাসহ নিখোঁজ রয়েছেন ১০ জন। আহত হয়েছে দেড় শতাধিক ছাত্রী। জীবন্ত দগ্ধ ৭ জনের মধ্যে ৪ জনের বয়স ৬ থেকে ৮ বছরের মধ্যে বাকি ৩ জনের বয়স ১৩ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে। আহতদের মধ্যে দগ্ধ ২ শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক। মর্মান্তিক এবং ভয়াবহ এই ঘটনায় পুরো মাদ্রাসা, ছাত্রীনিবাস ছাই হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। মাদ্রাসা কমিটি এই ঘটনাটি পরিকল্পিত বলে অভিযোগ করে একটি মামলা দায়ের করেছে। পুলিশ গতকাল রাতে এ ঘটনায় জড়িত অভিযোগে ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এদের অধিকাংশই স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতাকর্মী বলে জানা গেছে।

গত শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে আগুনের সূত্রপাত ঘটে। ডেমরা থানা এলাকার কাজলায় অবস্থিত জামিয়া ইসলামিয়া আশরাফুল উলুম নামের এই মহিলা মাদ্রাসা ও এতিমখানায় ছাত্রীর সংখ্যা ৪৩০ জন। এদের মধ্যে ৩৫০ জনই আবাসিক। এসব ছাত্রীদের বয়স ৬ থেকে ২২ বছর পর্যন্ত। সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত এই মাদ্রাসার ১৩ জন শিক্ষক ও ১৬ জন শিক্ষিকা রয়েছেন। এছাড়া ৭ জন রয়েছেন আবাসিক শিক্ষিকা। বিশাল এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠা এই মাদ্রাসাটি এলাকার লোকজনের কাছে খুবই জনপ্রিয়। ঐ মাদ্রাসায় আবাসিক শিক্ষিকা সাইফুন নাহার ভোরের কাগজকে বলেন, ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই মাদ্রাসাটির পুরোটাই টিন দিয়ে তৈরি। ২২৫ ফুট লম্বা টিনের তৈরি দোতলা এই মাদ্রাসার তিনদিকে ডোবা এবং উত্তর দিকে কাজলা জামে মসজিদ। ডোবার কারণে মাদ্রাসা থেকে বের হওয়ার জন্য সকলেই বাঁশের সাঁকো ব্যবহার করে। তিনি বলেন, মাদ্রাসার প্রায় সকল ছাত্রী রাত ১১টার দিকে ঘুমিয়ে পড়ে। তাদের মতো নির্দিষ্ট কক্ষে তিনিও ঘুমিয়ে পড়েন। রাত সোয়া ৩টার দিকে হইচই শুনে তিনি বের হয়ে দেখেন মসজিদের দিক থেকে আগুনের লেলিহান শিখা মাদ্রাসা ও এতিমখানাকে গ্রাস করছে। এ সময় অধিকাংশ ছাত্রী তাদের কক্ষে ঘুমিয়ে ছিল। তিনি লাঠি নিয়ে টিনে বাড়ি মেরে সবাইকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। মৃদু বাতাসের কারণে আগুনের লেলিহান শিখায় একটির পর একটি ঘর আক্রান্ত হতে থাকে এবং শত শত ছাত্রী চিৎকার করে আত্মরক্ষার চেষ্টা ● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ডেমরার মহিলা মাদ্রাসা (বাঁয়ে)। (ডানে ওপরে) জীবন্ত দগ্ধ ৭ ছাত্রীকে চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। (ডানে-নিচে) নিহতদের স্বজনদের আহাজারি —ভোরের কাগজ

মহিলা মাদ্রাসায় ভয়াবহ আগুন

● প্রথম পাতার পর

করে। দোতলায় থাকায় ছাত্রীরা পাশের ডোবায় লাফিয়ে পড়ে। এসময় বয়সে বড়ো ছাত্রীদেরকে তাদের তুলনায় ছোটদেরকে কোলে নিয়ে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করতে দেখা যায়। এসময় এক করুণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। আগুনের লেলিহান শিখা আর ছাত্রীদের আর্তনাদে পুরো পরিবেশেটাই পাল্টে যায়। এক পর্যায়ে সবার চোখের সামনে পুরো মাদ্রাসা এবং এতিমখানা মাটির সঙ্গে মিশে যায়। ঐ শিক্ষিকা বলেন, স্বচক্ষে না দেখলে পুরোটা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তিনি বলেন, দমকল বাহিনীর সদস্যরা এলেও তারা কিছুই রক্ষা করতে পারেনি। আগুন সব নিঃশেষ করে ভোর ৬টার দিকে পুরোপুরি থেমে যায়। পরে খোঁজ নিয়ে দেখা যায় এক জায়গায় ৭টি লাশ একেবারে কালো কয়লা হয়ে পড়ে আছে। তখন আশপাশের সকলে চিৎকার করে কান্নায় ভেঙে পড়েন। মাদ্রাসার অপর এক শিক্ষক বলেন, আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসার পর ঐ ৭ জনের দগ্ধ হওয়ার ঘটনা ছাড়াও সন্ধ্যা পর্যন্ত ১ জন আবাসিক শিক্ষিকাসহ ১০ জনের কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। তারা ডোবার পড়ে মারা গেছেন না অন্য কোথাও আত্মরক্ষা করে আছেন তা জানা যায়নি।

এদিকে আগুন লাগার পর [illegible] মূল্যের খয়রাত, ৫০ মেট্রিক টন চাল, ৪ লাখ টাকা মূল্যের ১০০ বান্ডিল ঢেউটিন এবং নগদ ২ লাখ টাকা বরাদ্দ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন এবং শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু অগ্নিকাণ্ডে জানমাল, মাদ্রাসা ও এতিমখানা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন এবং মাদ্রাসা পুনর্নির্মাণের আশ্বাস দেন।

এ ছাড়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সমাজ কল্যাণমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা, শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা উপমন্ত্রী, স্থানীয় সাংসদ, পুলিশের আইজি এবং ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।